শব্দেরা কথা বলে

সুচন্দ্রিতা ঘোষাল চক্রবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
বসন্তের গান	৩
আজব স্বপ্ন	৪
মজার কথা	৫
অমসৃণ পথ	৬
রাঙ্গামাটির পথ	৭
ঝরা সময়	৮
পরিপূরক	৯
শারদের রত্ন	১০
অপেক্ষায় আমি	১১
ছোট্ট মনের ইচ্ছে	১২
ভালোবাসি তোমায়	১৩
ছুটির আমেজ	১৪
নতুন বছর	১৫
সবাই রাজা	১৬
বীর সন্তান	১৭
স্বপ্নের দিন	১৮
খোলা জানলা	১৯
মধুর হেঁসেল	২০
উপেক্ষিত নারী	২১
পচাদার চায়ের দোকান	২২

BANGLADARSHAN.COM

বসন্তের গান

ফুলের বাগান শিমুল পলাশে চমক হানে যে চোখে,
গুনগুন সুরে মৌমাছিরা সব মাতোয়ারা হয়ে ছোটে।

ফাগুন মাসেতে রঙিন আশাতে আনমনা হয়ে থাকে,
মনের মাঝেতে অকারণে কত এলেবেলে ছবি আঁকে।

অনাবিল হাসি হয় না তো বাসি আপন গতিতে চলে,
দুখে সুখে থাকা প্রেম দিয়ে ঢাকা আঁখি জল কথা বলে।

শীতের বিদায় দিয়েছে ফাগুন পালাগান করে ছোটে,
কোকিল দোয়েল ধরেছে সংগীতে কলরবে ভরে ওঠে।

গাছের শাখাতে কুয়াশা ধরেছে মুকুল ছড়ায় আলো,
সাজো সাজো রব ধরনী সেজেছে ফাগুনের রসে ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

ঘাসের মেঝেতে শিশির ধরেছে পরেছে সাধের পাতা,
গাছের তলেতে বিছিয়ে রয়েছে জমানো দুঃখ ব্যথা।

দোলের রঙেতে ভরেছে মনামী নেচে নেচে গান ধরে,
বিষাদ ভুলে সে ফাগুন মেতেছে নিজ মনে গান করে।

লাল নীল সব ফাগের রঙেতে বাতাস ভরেছে গন্ধে,
প্রজাপতি তাই উৎসুক খুব ভ্রমর চলেছে সঙ্গে।

আজব স্বপ্ন

বনের মাঝে পথটি হারিয়ে গেছি খানিক দূরে,
সম্মুখে এক বাগান বাড়ি অনেক জায়গা জুড়ে।

আদুল আকাশ বইছে বাতাস শুনসান চারদিক দেখি,
মস্ত বেশে ডাকাত এসে দেখায় তাঁদের ভেলকি।

হুঙ্কারে তাঁদের আকাশ কাঁপে শঙ্কিত হলো রক্ত;
আগুয়ান বেগে লম্ফঝম্ফ বলা ভারী শক্ত।

বুকের মাঝে চমকে ওঠে রঙিন গল্প গাঁথা,
ভয়ের দাপটে ভুলে গিয়ে পথ হলো যে বাঁকা।

বিছানা আঁকড়ে কুঁকড়ে ছিলাম এলো যে ধূম জ্বর,
পড়লে মনে, আজ ও আমি হারাই আমার স্বর।

BANGLADARSHAN.COM

মজার কথা

গ্রামের দেশে বিয়েতে এসে,
লেগে ছিলো ভালো।
নিঝুম রাতে সবার সাথে,
ধূ ধূ মাঠে যেন কালো।

মেঠো পথে বর্ষা এসে,
ভিজিয়ে ছিলো বেশ।
জলের ধারায় রঙিন হারায়,
মিলিয়ে সাজের রেশ।

অন্ধকারে হ্যাচাক হাতে,
আলোর রোশনাই।
সবাই চেয়ে ওদিক পানে,
সানাই বাজছে তাই।

BANGLADARSHAN.COM

ছুটছে মাসি ছুটছে মেশো,
বাড়ির পানে যায়,
সবাই তখন বেজায় খুশি,
হাসি চাপা দায়।

কালো রাতে পথটি ভুলে
কেউ কেউ চলে ক্ষেতে।
রাতের আধার এতোই গভীর
পারিনি যে ভুলতে।

মজার মতো দিনটি আজ,
মনের কোনে বাজে।
আনমনে যেন পুলক জাগায়,
মন লাগে তাই কাজে।

অমসৃণ পথ

ভালোবাসা কষ্টময় খুব,
প্রাণে আঘাত লাগে।
চলার পথ হোক বহুদূর,
শিহরণ কত জাগে।

পরস্পর বোঝাপড়া
মনের মাঝে থাকে।
সুখে, দুঃখে যে পথ চলা
হাঁটে পাশে পাশে।

জীবন পথ নয় যে মলীন,
বাধা আসে যে কত।
ভালোবাসা হোক নবীন,
পড়ে থাক বেদনা যত।

BANGLADARSHAN.COM

রাঙ্গামাটির পথ

রূপে অন্যন্যা শস্য শ্যামলা বঙ্গ ভূমি ওই,
রাঙামাটির মেঠো পথে হাঁটছে দেখো সই।

সবুজ ধানে ভরেছে ক্ষেত যে আলোর পাশে বেশ,
চারদিকের তাই দারুণ শোভা ভুলায় আমার ক্লেশ।

দুদিক পানে যেদিকে তাকাই নয়ন পায় যে শান্তি,
দেশের মাটি অনেক খাঁটি দূর হয় যে কত ক্লান্তি।

বিচিত্র ভূমি মাটির রঙ যে হরেক রকম কতো,
হাওয়ায় দোলে হলুদ ফসল ভাসিয়ে মন প্রাণ যতো।

দুলকি চালে নয়ন মেলে বঙ্গ ললনা যায়,
খোলা আকাশে প্রাণ ভরা এত শুদ্ধ নিশ্বাস পায়।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ কুসুম কল্পনা আজ হবে না তো শেষ,
শোভার টানে মনের দুয়ারে নাই যে কোনো বিদ্বেষ।

ঝরা সময়

জীবন খাতায় আমি এক ঝরা ফুল,
পথে হেঁটে, ঘুরে ফিরে করেছি যে ভুল।

বারবার কৌতুহল মনে কত জাগে,
অকারণে দোষী সাজি বিনা অপরাধে।

ছোট থেকে ন্যায্য কথা বলতাম হেঁকে,
মুখরা বলতো সব কথা বলে বেঁকে।

ভারী ভারী কথা শুনে মন ভরে দুখে,
সাজানো কথার জালে থাকে তারা সুখে।

হেসে হেসে বিশ ঢেলে মিঠে বাক্য বলে,
রপ্ত হয়নি কৌশল কেমনে তা করে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবি আমি মনে মনে যে যা বলে ভাই,
আমি চলি সত্য পথে কাজ বেশি নাই।

বয়সের ভারে ভুগে আজ আমি যন্ত্র,
তবু খালি মনে রাখি মানবতার মন্ত্র।

উচিত কথা শুনে ঐ কান ভারী হয়,
সমাজে টিকতে গেলে করো সব জয়।

বাড়ি বাড়ি হেঁকে হেঁকে মিঠে কথা বলো,
সবাইকে নিয়ে তাই হাসি মুখে চলো।

জরা জীর্ণ সমাজে ঐ কলুষিত রূপ,
কালো ধোঁয়ায় মানব ঢেকে ভরপুর।

পরিপূরক

আঁধার আছে বলেই মান পায় আলো,
নিত্য খেলার আসর মাত করে ভালো।

আলো বিনা আঁধার ঐ হয় পরিপূর্ণ॥
সমতালে চলে তাই না হলে যে শূন্য।

সময়ের তালে তালে সুর বেঁধে চলে,
ধরায় বিরাজ করে চলে দলে দলে।

অপেক্ষায় নিশিরাত চেয়ে থাকে ওই,
বিহনে পাখির ডাক তাই জেগে রই।

রাতে জোনাকির আলো লাগে বড় ভালো,
আঁধারে বেড়েছে শোভা ঝলমলে আলো।

BANGLADARSHAN.COM

পরিপূরক দুজনে মেপে মেপে চলে,
তুমি বিনা আমি অন্ধ মনে মনে বলে।

শারদের রত্ন

পদ্ম মন শুধু খোঁজে অলি,
শারদ প্রভাতে সুন্দর সাজানো কলি।

আগমনীর সুরে মা দুগ্গা আসছে,
পদ্মের সুবাস বাতাসে খুব ভাসছে।

শিশিরে ভেজা কী সুন্দর শোভা!
পুলকিত মনে অদ্ভুত রঞ্জিত আভা।

মনে পড়ে কথা স্মৃতির কোণে,
কতো পদ্ম তুললাম দুই বোনে।

আশ্বিনের, সাথে নিয়ে সব বাহন,
পেতো ভালোবাসা, ভগবানের পাদস্পর্শ তত।

BANGLADARSHAN.COM

দুগ্গামা, সাথে নিয়ে সব বাহন,
শিশিরে ভেজা পদ্ম করত আবাহন।

অপেক্ষায় আমি

তোমার পাশে থাকবো হেসে,
এই ছিল মোর শপথ।
চাপা হাসি কথার রাশি,
পেলাম মনের শরণ।

আমোদ খানি বড়ই ভারি,
ছিল যে মোদের মাঝে।
আশায় গড়া স্বপ্ন ভরা,
স্মৃতি বুকে বাজে।

বর্গী বেশে বিপদ এসে,
ছড়ালো কালো ধোঁয়া।
আজও আশায় দিন যে গুনি
পেতে তোমার ছোঁয়া।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট মনের ইচ্ছে

ভোর হতে যে রোষ বেশ মায়ের
তাড়াতাড়ি জাগ।
এগিয়ে ক্ষণ দশটা বেজে,
মুখে দেখায় রাগ।

আমার চা টিফিন যত
ঠান্ডা হয়ে রয়।
মা আমার ভালো আছে
বসে না পড়ায়।

হুকুম দেয় চোখ পাকিয়ে,
বাঘেদের মতো,
তোমার কী? কাজ বেশি মা,
আমার মত অত।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট থেকে বাসনা ছিল,
কবে মা যে হব।
সারাদিন নেই কাজ শুধু,
চুপটি করে রব।

ভালোবাসি তোমায়

শয়নে তুমি স্বপনে তুমি
নীরবে প্রেমের ছন্দ।
ভালোবাসা দিশেহারা,
তুমি ছাড়া অন্ধ।

মনের মাঝে কথা বাজে,
অনুমানে হাসি।
অকারণে দিয়ে সাড়া,
প্রেমের মধুর বাঁশি।

অতল রোদন নিরাভরন,
প্রেমের রসে মাখা।
তোমায় ছাড়া মণি হারা,
জীবন রথের চাকা।

BANGLADARSHAN.COM

ছুটির আমেজ

ছুটি মানেই হঠাৎ আনন্দের রেশ,
পুটলি কাঁধে হারিয়ে যাবো অন্য দেশ।

দুরের গাঁ ধানক্ষেত মন ভোলে বেশ,
লম্বা দু লাইনে চড়ে ঘুরবো অশেষ।

একঘেয়েমি কাটিয়ে স্বস্থির নিঃশ্বাস,
বলতাম ছুটি তোকে করি যে বিশ্বাস।

নিত্য ডামাডোলে শুধু ছোটা আর ছোটা,
দুর্নিবার গতি তাই পায় মাঝে খোটা।

দুঃখ ব্যথা অশ্রু যে পড়ে থাকে মাঝে,
ছুটির সাজিতে সদা শান্তি যে সাজে।

BANGLADARSHAN.COM

চুপচাপ ভারী মন ঢিপি হয়ে থাকে,
ছুটির আবেশে মন কত ছবি আঁকে।

ঝুল কালো দেহ প্রাণ আলো গেছে মুছে,
ছুটির পরশে তাই সব যায় ঘুঁচে।

নতুন বছর

আগের বছর বিশ বিশ
মন্দ গেছে সবার।
করোনার বিষের ফলায়
আর কি আছে বলার।

পুরানো কথা বলা বারণ
যদি পড়ে মনে।
দিয়ে পা তাই বছর একুশে
ভালো মোদের সনে।

ভাববো ভালো দেখবো আলো
অভিশপ্ত বলে ডাকি।
ভালো মন্দ মিশে থাকে
সব কি হয় যে খাঁটি।

BANGLADARSHAN.COM

সময় বড়ই দামি হেথা
কাঁটা চলে দ্রুত।
কালের দোলে আমরা চলি
সময় দেয় যে গুঁতো।

চিন্তা করে আর কি হবে
ভেলায় ভাসা কাজ।
সোজা সাপ্টা কথার মাঝে
নেই যে কোনো লাজ।

বছর আসে বছর যে যায়
দেয় যে অনেক স্মৃতি।
মনের খাতায় যত্নে থাকে
হয় না এতে ইতি।

সবাই রাজা

নদীর জলে রোদের কত যে খেলা,
মাঝি মশাই বাইছে সুন্দর ভেলা।

দিনের মাঝে চলছে কত কোলাহল,
নিঝুম রাত, ঐ হতে চায় দাবানল।

আকাশে তাই রোজই পাখিগুলো ওড়ে,
নিজের তালে নিজেই শুধু উড়ে চলে।

গাছের ডালে বসেছে সারি সারি পাখি,
কিচির মিচির সুরে করে ডাকাডাকি।

ভেলায় ভেসে যাচ্ছে অনেক বাঁশ,
বেঁধেছে দারুণ নেই তাতে ফাঁক।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁশের ভেলা মুক্ত বেগে ছোটে,
নদীর পাড়ে সবাই চমকিয়া ওঠে।

নৌকা কতো যে মুক্ত বেগে শুধু বায়,
তাতে জনে জনে লোক খালি আসে যায়।

ঐ নদীর ধারে হাট বসেছে যখন,
লুকায় ননী ভিড়ের মাঝে যে তখন।

গ্রামের ছেলে পড়লো এসে ভিড় মাঝে
অজানা কত নতুন কথা কানে বাজে।

চেনা অচেনা ভিন্ন যে মনের মাঝে,
হরেক মানুষ কতো দারুণ সাজে।

নদীর পথের মতো জীবন তো হয়,
খোলা মনে স্বপন মোর বেঁচে রয়।

বীরসন্তান

বিশ্ব খ্যাত সমাদৃত
হীরের মতন ঝলক,
কর্ম করেছো মুক্ত চিত্তে,
সবার স্থির পলক।

বঙ্গ ভূমিতে বীর সাহসী
তোমার মতো কেউ।
তোমার শৌর্যে ধন্য ভুবন
লাগাম ছাড়া ঢেউ।

হৃদয় মাঝে এখনো বাজে
গুরু গম্ভীর কণ্ঠ।
স্বাধীনতা তোমার ডাকেই
ভারতমাতার শঙ্খ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের দিন

আজও আছে মনের মাঝে
যত্নে বোনা দিন।
সোনালী রং সাথে মেখে
জীবন রঙিন।

সকাল থেকে থাকতাম চেয়ে,
বসে প্রতীক্ষা রত
তাই আশপাশের শুনতাম গুন্ গুন্
রেখেছি আমি ব্রত।

রোদের আভায় পড়তো ঝোড়ে
কথার নতুন বোল
ঝালমুড়ি ঐ বড্ড সেকেল
ফিকে ঐ এগরোল।

BANGLADARSHAN.COM

বেলা শেষে শিউলি তলায়,
প্রতিশ্রুতির হাত।
বিকেলের মতো হারিয়ে গেছে,
জেগে জাতপাত।

খোলা জানলা

খোলা জানালা স্নিগ্ধ বাতাস,
মেঘমুক্ত দিন উজ্জ্বল আকাশ।
চারদেওয়ালে বদ্ধ জীবনযাপন যখন,
একঘেয়েমি আর একাকীত্বের মতন।
ফুরফুরে বাতাস করছে যতন,
বিষাদের মনে, অমূল্য রতন।
প্রকৃতির ওই মধুর আবেশ,
প্রাণে জেগেছে নতুন ভাবাবেগ।
শীতল হাওয়ায় মন দিশেহারা,
আনন্দে ডগমগ্, হয়েছি আত্মহারা।
কোথা থেকে পুলক ছড়ালো,
ঠান্ডা বাতাসে প্রাণ জুড়ালো।

BANGLADARSHAN.COM

মধুর হেঁসেল

যতই হেঁসেল হোক শুধু এপার ওপার,
রাঁধেন যত্নে দুই বধূ, দারুণ ব্যাপার।

গ্রামের বধূ ঘোমটা টেনে রয়েছেন হেঁসেলে,
শহরের ম্যাডাম পড়েছেন মুশকিলে, রাঁধছেন গোলমেলে।

গ্রামের বধূর মাটির উনুন, আঁচ গনগনে,
সাজিয়ে বসে রাঁধছে, কী সুন্দর একমনে!

শহরের বধূর আধুনিক হেঁসেল, ওভেন চকচকে,
রান্না করে একটু আধটু চারদিক ঝকঝকে।

শহরে অনেক রেস্তোরাঁ, রেডিমেড খাবার পায়,
রান্নাঘরে কেউ, সময় নষ্ট করেনা তায়।

BANGLADARSHAN.COM

যতই দেখি ফারাক বেশি, রান্না রকমারি,
ইলিশ ভক্ত বাঙালির, ভিন্ন রান্নার ঝকমারি।

উপেক্ষিত নারী

সংবাদের শিরোনামে নারী কাহিনী ছাপে না,
এখনই দেখা যায় না।
পথেঘাটে, গ্রামে, শহরে নারী নির্যাতিতা
কখন অ্যাসিডে পুড়ে, কখনবা ধর্ষিতা।
এখন আধুনিক দুনিয়ায় নেটের খুব প্রচলন,
সেখানে ভালোবাসার নামে প্রতারিত হচ্ছে নারীর আবেগ।
সামাজিক লোভের লেলিহান শিখায় ধর্ষিত হচ্ছে নারী।
সমাজের তো দুটি অংশে নর, নারী,
কিন্তু বারবার বেআব্রু হচ্ছে নারী!
নারী ভ্রূণ হত্যা থেকে অকালে ঝরে যাচ্ছে কতো নিস্পাপ প্রাণ।
কখনো পরিবার তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য,
নিজের হাতে মেয়েকে বলিদান করছে।
গভীর রাত, অন্ধকার গলি, নিস্তব্ধ রাস্তায়
পাশবিক মানষিকতার শিকার হতে হচ্ছে নারীর লুণ্ঠিত সম্মান।
কোথায় যাবে নারী? বিশ্বের দরবারে,
কোথার তাঁর সম্মান রক্ষা পাবে?
তাই বিংশ শতাব্দীতে ও নারী স্বাধীন হলেও সুরক্ষিত কতো!
বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে,
দলিত হচ্ছে নারীর সম্মান।
তাইতো সংবাদপত্রের শিরোনামে
প্রতিফলিত হচ্ছে নারী আর নারী।

BANGLADARSHAN.COM

পচাদার চায়ের দোকান

পচার চা গরম চা স্বাদে ভালো মজাদার,
এসে বসে গল্প খাস হাসি একরাশ।

রাজনীতি নেই ইতি চলে তাই বারোমাস,
রাগ চড়ে বারে বারে যেই হয় ফরমাস।

আদা দিয়ে করা চাই লাল রঙ হতে হবে,
রোজ দিন দুই বেলা সমতালে দিতে হবে।

খেলাধূলা চলচ্চিত্র সব চলে ঘুরে ফিরে,
পচা জানে কোন বাবু নেবে সব ধিরে ধিরে।

পাউরুটি, ডিম সেদ্ধ, ঘুগনী সাথে পচা রাখে,
মনে মনে ভেবে রেখে কষে অঙ্ক তার সাথে।

BANGLADARSHAN.COM

চুপি সারে ভালোবেসে ভাবে শুধু বসে বেঁকে,
বিনা চিনি খেলে ভালো মজে আড্ডা রাত কালো।

॥সমাপ্ত॥